الجامعة العثمانية دار العلوم ساتائيش تنغي غازي پور

জামিয়া উসমানিয়া দারুল উলূম সাতাইশ

সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর-১৭১২

তথ্য বই

ছাত্রদের আইন-কানুন, পাঠোন্নতির বিবরণ ও ছুটির বিশেষ খাতা

ছাত্র পরিচিতি

ছাত্রের নাম:		পিতার নাম:	
অভিভাবকের নাম:		সম্পর্ক:	
অভিভাবকের মোবাইল নং: ১.		২.	
স্থায়ী ঠিকানা:			
বর্তমান ঠিকানা:			
জামাত:	শাখা:	শিক্ষাবর্ষ:	দাখেলা নং:
নেগরান উসতাযের নাম:		মোবাইল নং:	

অভিভাবকের প্রতি নির্দেশনা

(সম্মানিত অভিভাবক পুরোটা পড়ে নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন)

আমরা আপনার ও আপনার সন্তানের কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী। তার তা'লীম ও তারবিয়ত (শিক্ষা ও দীক্ষা) যেন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়, সে জন্য আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:-

মাদরাসা খোলা থাকলে:

১. জামাতের নেগরান উসতায তথা শ্রেণি শিক্ষকের সাথে আপনার সন্তানের তা'লীম ও তারবিয়ত (শিক্ষা ও দীক্ষা) বিষয়ে প্রতি ১৫ দিন বা মাসে অন্তত একবার কথা বলুন। তবে অসময়ে ফোন করা থেকে বিরত থাকুন। নেগরান উসতায থেকে ফোনে কথা বলার সময় জেনে নিন।

২. মাদরাসার ছুটির সময়গুলো জেনে নিন। মাদরাসার ছুটি ছাড়া অন্য সময়ে সন্তানকে কোন অনুষ্ঠান বা কাজে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন।

৩. ১৫ তারীখের মধ্যে মাসিক প্রদেয় জমা দিন। বিশেষ সমস্যা না থাকলে নিজে এসে মাসিক প্রদেয় জমা দিন।

৪. তিন পরীক্ষারই ফলাফল পর্যালোচনা করুন। পাঠোন্নতির বিবরণ সংক্রান্ত অংশে ফলাফল ও উসতাযের মন্তব্য দেখে যথাস্থানে স্বাক্ষর করুন। উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করুন।

৫. সন্তানের হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নগদ অর্থ দিবেন না।

৬. মাদরাসার দারুল ইক্বামাহ/ছাত্রাবাস সংক্রান্ত নিয়ম কানুনগুলো গুরুত্বের সাথে পড়ুন। আপনার সন্তানের চালচলনে এর বিপরীত কিছু চোখে পড়লে তাকে সতর্ক করুন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষককে অবহিত করুন।

৭. মাদরাসা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া বাহিরে গিয়ে হারিয়ে গেলে কিংবা নিজ অপরাধে বিপদগ্রস্ত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

মাদরাসা ছুটি থাকলে:

১. লক্ষ্য করুন, নিয়মিত মসজিদে যায় কিনা;

২. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে কিনা;

৩. মা-বাবার খেদমত করছে কিনা; আত্মীয়দের হক আদায় করে কিনা;

৪. মাদরাসার দেয়া কর্মসূচী পালন করছে কিনা।

৫. এলাকার দীনী মজলিসগুলোতে বেশি বেশি পাঠান।

৬. উলামায়ে কিরামের সাহচর্যে বেশি বেশি যেতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৭. দাওয়াহ, খেদমতে খলক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি উৎসাহিত করুন।

৮. অসৎ কারো সংস্পর্শে যেন না যায়, লক্ষ্য রাখুন।

৯. মোবাইল, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট থেকে সন্তানকে যথাসম্ভব দূরে রাখুন।

১০. রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক কোন সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখুন।

১১. কী ধরণের বইপত্র পড়ছে, খেয়াল রাখুন।

১২. ছুটি শেষে নির্ধারিত সময়ে মাদরাসায় উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

সর্বাবস্থায়-

১. নিজে (পরিবারসহ) পরিপূর্ণ দীন মেনে চলুন।

২. ঘরে পর্দার পরিবেশ তৈরী করুন।

৩. ঘরকে টেলিভিশন মুক্ত রাখুন।

৪. ইলমে দীন অর্জনে সর্বদা উৎসাহ দিন।

৫. আপনার সন্তানের ইলম, আমল, ফিকির ও আখলাকের উন্নতির জন্য সর্বদা দোয়া করুন।

৬. এসব ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি হচ্ছে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। প্রয়োজনে তার শ্রেণি শিক্ষককে অবহিত করুন।

৭. কোন তালিবুল ইলম পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল করতে না পারলে পরবর্তী জামাতে উত্তীর্ণ হতে পারবে না, ক্ষেত্র বিশেষে জামিয়ায় ভর্তি যোগ্যতা হারাবে। এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিবিধ নির্দেশনা-

১. অভিভাবকের কর্তব্য মাদরাসার নেযাম (প্রশাসনব্যবস্থা) সম্পর্কে যথাসাধ্য ধারণা নেয়া এবং নেযামের প্রতি আশ্বস্ত হয়েই ভর্তির আবেদন করা।

২. বাবার জীবদ্দশায় শুধু তিনিই অভিভাবক হবেন এবং সর্বপ্রকার যোগাযোগ তিনিই করবেন। তিনি প্রবাসী বা মরহুম হলে মা অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন এবং বিশ্বস্ত মাহরামের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবেন।

৩. অভিভাবকগণ সর্বপ্রকার আর্থিক লেনদেন সরাসরি অফিসের সাথে করবেন। যথাসম্ভব ছাত্রের মাধ্যমে না করা।

৪. দরস চলাকালীন কোন অভিভাবক ছাত্রের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ না করা। এসময় মাদরাসার ভিতরে প্রবেশ ও উপরে উঠা-নামা থেকে বিরত থাকা। যে কোন প্রয়োজনে মাদরাসার দফতরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৫. ছাত্রের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় বাদ আছর থেকে মাগরিব। এ ছাড়া মোবাইলে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে শ্রেণি শিক্ষকের মোবাইল নম্বরে বাদ আছর থেকে মাগরিব অথবা রাত ৮.০০ থেকে ৮.৪৫ পর্যন্ত কথা বলা যাবে। সর্বাবস্থায় দরস চলাকালে কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

৬. অনুমোদিত অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ সরাসরি ছাত্রের সাথে মোবাইলে কথা বলতে পারবে না। যা বলার প্রয়োজন নেগরান উসতাযের মাধ্যমে বলতে হবে।

৭. এই 'তথ্য বই'টি ১বছরের জন্য বৈধ থাকবে, প্রতি বছর ৫০/= টাকা দিয়ে নতুন বই সংগ্রহ করতে হবে। ছুটির পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ১০০/= টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। আর বইটি হারিয়ে গেলে পুনরায় ২০০/= টাকা জমা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে।

.....

অভিভাবকের স্বাক্ষর

قسمُ دارِ الإقامة يُرحِّب بكم ويتمنّى لكم إقامةً طيبةً". "مراعاتُك لِقوانينِ الجامعة تُفيدك تربيةً ونجاحًا.

দারুল ইকামার/ছাত্রাবাসের কানুন

১. সুবহে সাদিকের পূর্বেই ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করবে। এরপর নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ যিক্‌র-তিলাওয়াত শেষে পড়াশোনায় মশগুল হবে; নিয়মিত অন্তত ১পারা পড়বে, হাফেযগণ ২ পারা পড়বে।

২. ফজরের জামাতের ৪০ মিনিট পূর্বে কামরার সব বাতি জ্বালিয়ে দিবে, সাথীদেরকে জাগিয়ে দিবে। জামাতের আধা ঘণ্টা আগেই বিছানা গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রাখবে, এই সময়ে কেউ ঘুমিয়ে থাকলে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

৩. প্রত্যেক নামাযের জামাতের ১০ মিনিট পূর্বেই কামরা তালাবদ্ধ করে দিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মাদরাসা মসজিদে এসে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করবে। নামাযের আগের ও পরের সুন্নত এবং নির্ধারিত আমলের যথাযথ ইহতিমাম করবে। মসজিদে অযথা কথাবার্তা ও শোরগোল করা মারাত্মক গুনাহ। মসজিদে কিতাব মোতালায়া, যিকর-তিলাওয়াত ও দোয়ায় মশগুল থাকবে। কাফিয়া-তাকমীলের ছাত্ররা মসজিদের ডান পাশে বসবে, বাকীরা বাম পাশে বসবে।

৪. ফজরের নামাযের পর কেউ ঘুমাবে না। ফজরের আমলের পর কারো হাঁটাহাঁটি বা নাস্তার প্রয়োজন হলে, ১৫ মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন করে নিজ নিজ জায়গায় এসে পড়ালেখা ও সামনের সবকের মোতালায়া শুরু করবে।

৫. দরস শুরুর ১৫ মিনিট পূর্ব থেকে প্রস্তুতি শুরু করে অন্তত ৫ মিনিট পূর্বেই প্রত্যেকে দরসগাহে নিজ নিজ আসনে বসে যাবে (দরসের পূর্বে ওযু ইসতিঞ্জা সেরে ২/৪ রাকাত নফল নামায পড়ার চেষ্টা করবে)।

৬. নেগরান উসতাযের অনুমতি ছাড়া দরস কিংবা মসজিদে অনুপস্থিতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে (যে কোন নামাযের পরই হাযিরা হতে পারে)। কোন দরস খালি থাকলে তাকরার ও মোতালায়ায় মশগুল থাকবে।

৭. দরস শেষ হওয়ার পর থেকে যোহরের জামাতের ৪০ মিনিট আগ পর্যন্ত ঘুমাবে। এরপর গোসল, অযু, ইসতিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে কামরা তালাবদ্ধ করে জামাতের ১০ মিনিট আগেই মসজিদে যাবে। যোহরের পর ৩০ মিনিটের মধ্যেই খাবার শেষ করে আসরের জামাতের ২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত তাকরার ও মোতালায়ায় মশগুল থাকবে ।

৮. আসরের জামাত ও জামাতপরবর্তী নিয়মিত আমলে অংশগ্রহণের পর প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে বাহিরে যাওয়া যাবে। তবে মাগরিবের আযানের ১৫ মিনিট পূর্বে অবশ্যই মাদরাসায় ফিরে আসবে। মাগরিবের আযানের ৫ মিনিট পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করা জরুরী। যে কোন নামায এবং পড়ার সময় মসজিদে আসতে বিলম্ব করলে, শাস্তি হতে পারে।

৯. দিনের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে উসতায কর্তৃক নির্ধারিত কিতাব থেকে ৫-৭ মিনিট নিয়মিত তা'লীম করবে। তাছাড়া সাপ্তাহিক/পাক্ষিক তারবিয়তী মজলিস কিংবা নসীহতমূলক যে কোন আ'ম মজলিসের ঘোষণা হলে, সেখানে এবং প্রতিদিনের তা'লীমের মজলিসে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

১০. দরস পরবর্তী সময়ে তাকরার, মুযাকারা কিংবা তামরীনের জন্য উসতায কর্তৃক নির্ধারিত গ্রুপে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

১১. হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য নির্ধারিত জামাতের তালিবে ইলমদের দৈনিক হাতের লেখা গ্রহণ ও চর্চা করা বাধ্যতামূলক।

১২. এশার জামাত শুরু হওয়ার ৪৫ মিনিট আগে রাতের খাবারের জন্য উঠবে। এশার পর থেকে ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত পড়াশোনায় মগ্ন থাকবে। নামায ও খাবারের আগ-পরে সময়ের খুচরা অংশগুলোরও হেফাযত করবে।

১৩. রাত ১০:৪৫ মিনিটের মধ্যে কামরার বাতি বন্ধ করে সবাই নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে যাবে। রাত জেগে পড়াশোনা করার চেয়ে শেষ রাতে আগে উঠা উত্তম। কিতাব বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগের ছাত্ররা বিভাগীয় নেযাম পালন করবে।

১৪. দরস তাকরার মোতালায়ার নির্ধারিত সময়ে দরসী কিতাব ও সংশ্লিষ্ট কিতাব ছাড়া অন্য কোন বই-পুস্তক পড়বে না। মাদরাসা বা উসতায কর্তৃক নির্ধারিত বই ছাড়া অন্য কোন বই পড়তে চাইলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নেগরান উসতাযের অনুমতি নিতে হবে। অবসরে সীরাত-জীবনী, মাওয়ায়েজ-মালফূযাত ও অনুমোদিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবে।

১৫. জামিয়ার উসতাযগণের যথাযথ ইহতিরাম ও খেদমতকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের উসীলা মনে করবে এবং জামিয়ার খাদেম ও কর্মচারীদের সাথে কোন অসদাচরণ করবে না।

১৬. জামিয়ার কল্যাণে যে কোন খেদমতের প্রয়োজন দেখা দিলে সানন্দে আঞ্জাম দিবে।

১৭. আক্বীদা-বিশ্বাস, আমল ইবাদতসহ সর্ব ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হবে। আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল, দাড়ি-টুপিসহ সকল বিষয়ে অবশ্যই সুন্নাতের পাবন্দ হবে। সেন্টু গেঞ্জি, এমব্রয়ডারি করা, চিত্রাঙ্কিত বা লেখাবিশিষ্ট কোন জামা/গেঞ্জি পরবে না। রঙিন বা ডিজাইন করা টুপি এবং লাল/হলুদ/কমলা রঙের জামা পায়জামা পরবে না। আকাবির আসলাফের শালীন ও মার্জিত রুচির অনুসরণ করবে। সম্পূর্ণ খালি গায়ে থাকবে না।

১৮. চুল ১ ইঞ্চির চেয়ে বড় হলেই চারদিকে সমান করে কাটতে হবে। ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে হলকসহ যে কোন শাস্তি হতে পারে।

১৯. সাথী ভাইদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে ভদ্রভাবে চলবে, ঈছার তথা অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা রাখবে। অনুমতি ছাড়া কারো জিনিস ব্যবহার করবে না। ছোট বড় পার্থক্য রেখে সমবয়সীদের সাথে চলাফেরা করবে।

২০. কারো গায়ে হাত তোলা, গালিগালাজ করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, দলাদলি করা, সংগঠন করা, মাদরাসা বিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অংশ নেয়া এবং যে কোন অভদ্র, অনৈতিক বা অশ্লীল আচরণ-উচ্চারণ জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে। এসব ক্ষেত্রে নিজেই বিচার হাতে তুলে না নিয়ে নেগরান উসতাযকে অবহিত করবে, অন্যথায় উভয়পক্ষই দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বহিষ্কারের উপযুক্ত হবে।

২১. কোন ছাত্র মাদরাসা থেকে চলে গেলে বা অন্য কোন অপরাধে জড়িত হলে, জামাতের অপর ছাত্ররা নেগরান উসতাযকে অবশ্যই জানাবে। অন্যথায় কামরার সকল ছাত্র অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

২২. নেগরান উসতাযের অনুমতি ব্যতীত প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে থাকা কিংবা অন্য কাউকে নিজের স্থানে থাকতে দেয়া কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

২৩. সকল আবাসিক ছাত্রকে সর্বদা জামিয়ার ভেতর অবস্থান করতে হবে। মাসিক ছুটি ছাড়া কোন ছুটি কাটাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হলে নাযিমে দারুল ইকামা বা নেগরান উসতাযের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

২৪. বৃহস্পতিবার নিজ নিজ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ আবশ্যক। শুক্রবারেও ছাত্রদের কেউ ছুটি ছাড়া মাদরাসার বাইরে যেতে পারবে না। সাময়িক ছুটি নিলে শুক্রবার মাগরিবের নামায অবশ্যই মাদরাসা মসজিদে এসে যথাসময়ে পড়তে হবে।

২৫. শুক্রবারে পেছনের পড়া, সীরাত, আকাবিরের জীবনী মোতালায়া, সূরা কাহফ তিলাওয়াত, বেশি বেশি দুরূদ পাঠ, মাগরিবের আগে দোয়ার ইহতিমাম করবে এবং সাপ্তাহিক বিশেষ সাফাইয়ের প্রতি যত্নবান হবে। ১২:৪০ মিনিটের মধ্যেই জুমার নামাযের জন্য কামরা ছেড়ে যাবে। মাদরাসা মসজিদে জুমা আদায় করা আবশ্যক।

২৬. ঘুমের সময় দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করা নিষেধ, যেন নেগরান উসতায রাতের যে কোন সময় অবস্থাদি যাচাইয়ের জন্য প্রবেশ করতে পারেন। ডিম লাইট জ্বালিয়ে রাখবে। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ঠিক রাখতে জানালা খোলা রাখবে। জানালা বরাবর কোন কাপড়/পর্দা ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

২৭. পানি, বিদ্যুৎ, খাবারসহ জামিয়ার এবং সাথীদের সকল আসবাবপত্র ও সম্পদের হেফাজত করবে। অপচয় থেকে সর্বোচ্চ সর্তক থাকবে। দেয়ালে বা টেবিলে লেখাজোখা করবে না। কামরায় খেলাধুলা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নিজের দোষে মাদরাসার কোন জিনিসপত্র নষ্ট হলে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে।

২৮. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মাদরাসার ফল-ফলাদি ছিঁড়া, গ্রহণ করা কিংবা ধরা নিষেধ।

২৯. মোবাইলসহ যে কোন ইলেকট্রিক ডিভাইস ব্যবহার, বহন ও সংরক্ষণ বহিষ্কারযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৩০. সর্বোপরি প্রত্যেকেই পড়াশোনা ও আমল-আখলাকের পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। পড়াশোনা ও আমল-আখলাকের পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটায় এমন যে কোন কাজ এবং পদক্ষেপ মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ক্ষেত্র বিশেষে বহিষ্কার পর্যন্ত হতে পারে।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء ٥٩]

"بايَعْنا رَسولَ اللهِ ﷺ على السَّمْعِ والطّاعَةِ في العُسْرِ والْيُسْرِ، والْمَنْشَطِ والْمَكْرَهِ، وعلى أَثَرَةٍ عَلَيْنا، وعلى أَنْ لا نُنازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وعلى أَنْ نقومَ بالحَقِّ أَيْنَما كُنّا، لا نَخافُ في اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ." {مسلم (١٧٠٩) ،البخاري (٧١٩٩، ٧٢٠٠)}

একজন ছাত্র প্রয়োজনীয় যে সকল সামান মাদরাসায় রাখতে পারবে

১. খাতা, কলম, দরসের কিতাবাদি ও উসতাযকর্তৃক অনুমোদিত কিতাবাদি।
২. ২টি লুঙ্গি, ১টি গামছা, ৩টি পাঞ্জাবি/জুব্বা, ২টি সেলোয়ার, ৩টি টুপি, ৩টি হাতাবিশিষ্ট গেঞ্জি, শীত-কালে ১টি সোয়েটার/জ্যাকেট, ১টি চাদর, ১টি রুমাল এবং ২ জোড়া মোজা এবং ১টি কাপড়ের ব্যাগ।
৩. কলমদানি, রুলার, মেসওয়াক, ব্রাশ-পেস্ট, নেইল কাটার, আয়না, ছাতা।
৪. ১টি মগ, ১টি বালতি, গোসলের সাবান, গুঁড়ো সাবান, নীল, কাপড় কাচার ব্রাশ, ১০টি ক্লিপ, টিস্যু, তেল, ক্রিম, ১টি গ্লাস।
৫. বেডিং/তোশক (আড়াই ফুট/৩০ ইঞ্চি), বিছানার চাদর, মশারী, কাঁথা/কম্বল/লেপ, বালিশ এবং ১টি ট্রাংক (২৪ ইঞ্চি)। **এছাড়া অন্য কোন কিছু মাদরাসায় রাখা যাবে না।**

কামরার ভিতর ও আশপাশ পরিস্কার ও পরিপাটি সংক্রান্ত নির্দেশনা

১. নিজের পোশাকাদি ও বিছানাপত্র পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখবে। খাবার তোলা এবং কামরা, বারান্দা, টয়লেট, সিঁড়ি ও আঙ্গিনা সাফাইয়ের বিষয়ে দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক রুটিন করে নিয়ে প্রত্যেকেই নিয়মিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে।
২. প্রত্যেক কামরাতেই ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পাত্রে বা ঝুড়িতে ফেলবে। অন্যত্র কোন ময়লা পড়ে থাকতে দেখলে যার সামনে পড়বে, সে তা নিজ দায়িত্বে তুলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিবে। এরপর প্রতিদিন ময়লার পাত্র বা ঝুড়ি মাদরাসা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পরিষ্কার করবে।
৩. ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া বারান্দা কিংবা জানালা দিয়ে অথবা আশেপাশের অন্য কোন জায়গায় ময়লা ফেলা নিষেধ।
৪. কফ/থুথু যত্রতত্র ফেলবে না। ওজুখানা ও ড্রেনে ভাত তরকারী বা ঝুটা ফেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৫. কিতাবপত্র যত্রতত্র না রেখে নিজ হেফাজতে রাখবে। কোন কাগজ-কলম ও পলিথিন/প্লাস্টিকের টুকরো ইত্যাদি রুমে ফেলে রাখবে না। বরং ঝুড়িতে রাখবে।
৬. দৈনিক কমপক্ষে ২বার কামরা ঝাড়ু দিবে।
৭. প্রতি শুক্রবার সকাল ১০.৩০ -১১.৩০ টার মধ্যে কামরা ঝাড়ু দেয়ার সাথে সাথে ফ্যান, লাইট, র‍্যাক, জানালা, বারান্দা, সিঁড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার করবে।
৮. মালিক বিহীন কোন বস্তু রুমে থাকলে নেগরান উসতাযকে জানিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে।
৯. ভিজা কাপড় শুকানোর পর বারান্দায়/রশিতে ঝুলিয়ে না রেখে ভাঁজ করে নিজ দায়িত্বে গুছিয়ে রাখবে।
১০. নিয়মিত ব্যবহারের কাপড় যত্রতত্র ফেলে না রেখে ভাঁজ করে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখবে।
১১. ঘুমানোর সময় ছাড়া অন্য সময় বেডিংপত্র নির্ধারিত স্থানে সাজিয়ে রাখবে।
১২. ছুটির মধ্যে কোন ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে কোন কামরা খুলতে পারবে না। যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, নাযেমে দারুল ইকামাহ অথবা নেগরান উসতাযের তত্ত্বাবধানে খোলা যাবে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يَعْنيه". "اغتَنِمْ خَمسًا قَبلَ خَمسٍ: شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قَبلَ فقرِكَ، وفراغَكَ قَبلَ شُغلِكَ، وحَياتَكَ قَبلَ مَوتِكَ".

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩﴾ [التوبة ١١٩] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ ٦﴾ [الانشقاق ٦]

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦﴾ [الإسراء ٣٦]

﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩ وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ ٤٠﴾ [النجم] ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩﴾ [العنكبوت]

﴿وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ٤٠﴾ ﴿فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ٤١﴾ [النازعات]

বোর্ডিং সম্পর্কিত কানুন

১. প্রতিদিনের নাস্তা প্রথম দুই ঘণ্টার পর হতে ৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। দুপরের খাবার যুহরের জামাতের ১৫ মিনিট পূর্বেই বোর্ডিং থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং যুহরের জামাতের পর ৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। আর রাতের খাবার এশার জামাত শুরু হওয়ার ৪৫ মিনিটের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত সময় ছাড়া অন্য সময় খাবার গ্রহণ অথবা বোর্ডিংএ যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। খাবার অতিরিক্ত হলে, তা বোর্ডিংএ জমা দিয়ে দিবে।

২. বোর্ডিং এর সকল জিনিস আমানত। তাই কোন ছাত্র বোর্ডিং এর তেল, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করবে না।

৩. কেউ বাড়িতে বা অন্য কোথাও গেলে অবশ্যই বোর্ডিং এর খানা বন্ধ করে যেতে হবে। খানা বন্ধ না করে গেলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বোর্ডিং এর খানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৪. মাদরাসার নির্ধারিত ছুটির পর খোলার তারিখে ১ম ঘণ্টা শুরু হওয়ার পূর্বেই বোর্ডিং এর খানা জারি করতে হবে। অন্যথায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য খানা বন্ধ থাকবে।

৫. গাইরে হাজির থাকার কারণে বোর্ডিং এর খানা বন্ধ হলে, পুনরায় খানা জারি করার ক্ষেত্রে প্রদত্ত শাস্তি শেষ হওয়ার পর দরখাস্ত লিখে নেগরান উসতাযের সুপারিশ নিয়ে মুহতামিম সাহেব কর্তৃক মঞ্জুর করতে হবে।

৬. প্রতি মাসের খানার টাকা ১৫ তারিখ এর মধ্যে জমা দিয়ে রশিদ বোর্ডিং বক্সে জমা দিয়ে খানা জারি করতে হবে, অন্যথায় ১৬ তারিখে খানা বন্ধ হয়ে যাবে।

৭. বোর্ডিং/খাবার সংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে নেগরান উসতাযকে জানাবে। নিজেরা কোনভাবেই কোন পদক্ষেপ নেবে না।

দরসে অনুপস্থিতির শাস্তি

১. ছুটি ছাড়া কেউ মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকলে অথবা ছুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এলে দরখাস্তের মাধ্যমে ছুটি মঞ্জুর করে দরসে বসতে হবে।

২. ছুটি ছাড়া দরসে অনুপস্থিত থাকলে প্রতি দরসের জন্য ১ বেলা বোর্ডিং এর খাবার বন্ধ থাকবে এবং যারা বোর্ডিং এর খাবার গ্রহণ করে না, তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে।

৩. আর ছুটি ছাড়া একাধারে ৩দিন বা সপ্তাহে ৩দিন পরিমাণ দরসে অনুপস্থিত থাকলে হাজিরা খাতা থেকে নাম কেটে দেয়া হবে এবং ভর্তি বাতিল বিবেচিত হবে।

৪. হাজিরা খাতা থেকে নাম কেটে যাওয়ার পর ন্যায়সঙ্গত কারণ দর্শাতে পারলে দরখাস্ত লিখে নেগরান উসতায ও নাযেমে তালীমাতের সুপারিশ নিয়ে মুহতামিম সাহেব কর্তৃক মঞ্জুর করে নাম উঠাতে হবে।

৫. ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকলে কিতাব বিভাগের জন্য নাম উঠানোর চার্জ ৫০০/= টাকা জমা দিয়ে নেগরান উসতায ও নাযেমে তালীমাতের সুপারিশসহ মুহতামিম সাহেব কর্তৃক দরখাস্ত মঞ্জুর করে নাম উঠাতে হবে। নতুবা দরসে বসতে পারবে না।

কানুনসমূহ পড়ার তারিখ

ক্রম.	তারিখ	বার	নেগরান উসতাযের মন্তব্য	স্বাক্ষর
১				
২				
৩				
৪				

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾ [آل عمران ٨]

পরীক্ষার কানুন

পরীক্ষা শুরুর পূর্বেঃ

১. প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে 'বিতাকাতুদ দুখূল' (প্রবেশপত্র) সহ হলে প্রবেশ করতে হবে। সময়মত হলে প্রবেশ না করলে যে কোন ধরণের শাস্তি হতে পারে।
২. পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে প্রবেশপত্র এবং লেখার সরঞ্জাম ছাড়া অন্য কিছু সাথে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (আগের কোন প্রশ্নপত্রও রাখা যাবে না)
৩. প্রত্যেক পরীক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় সামান যেমন কলম, স্কেল, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি সাথে নিয়ে যাবে। হলের মধ্যে কারো জিনিস চেয়ে কাউকে বিরক্ত করবে না এবং হলের পরিবেশ নষ্ট করবে না।
৪. পরীক্ষার্থী কোন প্রকার লাল কলম/পেন্সিল, সাদা কালি ও ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে না (কেবল সিরাজী কিতাবের পরীক্ষার্থীরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে)।
৫. খাতা হাতে পাওয়ার পর প্রথমেই সতর্কতার সাথে প্রথম পৃষ্ঠার ঘরগুলো সঠিক ভাবে পূর্ণ করবে।

পরীক্ষা শুরুর পরঃ

১. প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর প্রথমেই প্রশ্নপত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে সেই স্থানগুলো চিহ্নিত করবে। এরপর নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে সবগুলো একসাথে বুঝে নিবে, বারবার দাঁড়াবে না। পরীক্ষা শুরুর ১ঘণ্টার মধ্যেই প্রশ্ন বুঝে নিতে পারবে। এরপর কোন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন বুঝিয়ে দেয়া হবে না।
২. ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে বর্ণিত সকল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। ব্যতিক্রম বাংলা, গণিত, ইংরেজী ও ইতিহাসের ১/২টি করে অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকতে পারে। বার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ১টি করে অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকবে।
৩. ইব. ৪র্থ জামাত থেকে মুতা. ৩য় জামাত পর্যন্ত পরীক্ষার উত্তরপত্র বাংলা/আরবী/উর্দুতে লিখতে পারবে। আর সানাবিয়া আম্মাহ থেকে তাকমিল পর্যন্ত পরীক্ষার উত্তরপত্র আরবীতে লিখা বাঞ্ছনীয়।
৪. অতিরিক্ত কাগজের প্রয়োজন হলে বা অন্য কোন প্রয়োজন দেখা দিলে নিজ স্থানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যাবে। পরীক্ষার্থীরা পরস্পরে কোন কথা বলবে না।
৫. পরীক্ষা শুরু-পরবর্তী ১ ঘণ্টার ভেতরে কেউ হল থেকে বের হতে পারবে না। ১ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে কোন খাতা জমা নেয়া হবে না।
৬. ১ম ঘণ্টার পর ইসতিঞ্জার প্রয়োজনে হল নেগরানের অনুমতি নিয়ে বাহিরে যেতে পারবে। যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজন শেষে হলে ফিরে আসবে।
৭. খাতায় প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতিত অন্য কিছু লেখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
৮. কোন ছাত্রের কাছে যে কোন ধরনের নকল পাওয়া গেলে উক্ত পরীক্ষাসহ তার পিছনের সমস্ত কিতাবের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে এবং সামনের কিতাবগুলোর পরীক্ষাও দিতে পারবে না। ফ্রি খানা হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর বার্ষিক পরীক্ষায় নকল ধরা পড়লে পরবর্তী বছর ভর্তির অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।
৯. নির্ধারিত সময়ের ভেতরেই উত্তরপত্র জমা দিতে হবে। যারা নির্ধারিত সময়ের ভেতরে উত্তরপত্র জমা দিবে না, তারা শেষ ঘণ্টা বাজবার সাথে সাথেই স্ব-স্থানে কলম, খাতা রেখে (লেখা বন্ধ করে) দাঁড়িয়ে যাবে। তখন নেগরানগণ তাদের স্থানে গিয়ে খাতা সংগ্রহ করবেন।
১০. পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র জমা দেওয়ার সময় অবশ্যই স্বাক্ষরপত্রে নিজ রোল নম্বরের পাশে স্বাক্ষর করবে। অন্যথায় পরীক্ষায় অনুপস্থিত বলে বিবেচিত হবে।

বিবিধঃ

১. যে সকল ছাত্ররা বিশেষ ওযরের কারণে পরীক্ষা দিতে পারেনি, দফতরে তালীমাত কর্তৃক দরখাস্ত মঞ্জুর করে মৌখিক/লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে।
২. ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষায় ছাত্রদের খাতার ভুলসমূহ চিহ্নিত করে সংশোধন করে দেয়া হবে এবং পরীক্ষার খাতাসমূহ ফেরৎ দেয়া হবে। বার্ষিক পরীক্ষার খাতা ফেরৎ দেয়া হবে না। আপত্তি থাকলে দফতরে তালিমাতকে জানাবে। শিক্ষাসচিব সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক থেকে কারণ যাচাই করে ছাত্রকে জানাবে। পরীক্ষার খাতা দফতরে তালিমাতে জমা থাকবে।
৩. মাসিক পরীক্ষা ও সাময়িক পরীক্ষার মেধাস্থান অনুযায়ী হাজিরা খাতায় নাম উঠবে।

কিতাব বিভাগের ছাত্রদের নেযামুল আওকাত

সময়	কার্য বিবরণী	শেষ সীমা
ফজরের আজানের কিছুক্ষণ পূর্বে	ঘুম থেকে উঠার চেষ্টা করা/ তাহাজ্জুদ/ ফজরের নামাজ	জামাতের ৪০ মিনিট পূর্বে উঠা জরুরী
বাদ ফজর	মসজিদে সূরা ইয়াসিনসহ কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত, ইশরাকের সালাত	ইশরাকের সালাতের সময় হওয়ার ১০ মিনিট পর পর্যন্ত।
বাদ ইশরাক	সবক ইয়াদ, মুতালায়া/ হাতের লেখা, হাজত সম্পাদন ও সবকের প্রস্তুতি	৬.৪০ মিনিট পর্যন্ত
৬.৪৫ মিনিট	নিয়মিত দরস	৮.০৫মিনিট
৮.০৬ মিনিট	সকালের নাস্তা	৮.৩৫ মিনিট
৮.৩৬ মিনিট	নিয়মিত দরস	১১.৫৫ মিনিট
১১.৫৬ মিনিট	ঘুম	১. ১০ মিনিট
১.১০ মিনিট	গোসল ও দুপুরের খাবার উঠানো, নামাযের প্রস্তুতি	১.৩৫ মিনিট
১.৩৬ মিনিট	যুহরের পূর্বের সুন্নত, জামাত ও দোয়ায় অংশগ্রহণ	২.১৫ মিনিট
২.১৬ মিনিট	দুপরের খাবার	২.৪৫ মিনিট
২.৪৬ মিনিট	তাকরার ও সবক ইয়াদ	আসরের জামাতের ২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত
বাদ আছর	তালিম ও তাফরিহ	মাগরিবের আযানের ১৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত
বাদ মাগরিব	আওয়াবিন, সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত, সবক ইয়াদ, মুতালায়া	রাত ৮.১৫ টা পর্যন্ত
রাত ৮.১৬ টা	রাতের খাবার উঠানো ও খাবার গ্রহণ	রাত ৮.৫০ মিনিট পর্যন্ত
রাত ৯.০০ টা	এশার সালাত ও সূরা মুলক তেলাওয়াত	রাত ৯.২৫ মিনিট পর্যন্ত
বাদ এশা	সবক ইয়াদ, মুতালায়া, আগামী সবকের প্রস্তুতি	১০.৩০ মিনিট
১০.৩১ মিনিট	রাতের ঘুমের প্রস্তুতি, রাতের ঘুম	ফজরের জামাতের ৪০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. উক্ত নেযামুল আওকাত গ্রীষ্মকালে প্রযোজ্য। শীতকালে (নভেম্বর-জানুয়ারি) সকালের দরস ১৫ মিনিট পরে শুরু হবে এবং এশার নামায ১৫ মিনিট আগাবে। সকালের নাস্তা শুরু হবে ৮.২০ মিনিটে। অন্যান্য সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

২. প্রতি বৃহ:বার বাদ যোহর/মাগরিব থেকে ইব. ৪র্থ জামাত থেকে ইব. মুতা. ১ম বর্ষ (মিযান) জামাত পর্যন্ত ছাত্ররা কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং হাফিজ ছাত্ররা কুরআনে কারিমের দাওর করবে। বাদ এশা সাপ্তাহিক সবক ইয়াদ ও জটিল সবক আয়ত্ব করবে এবং ঐ দিন শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে বিশেষভাবে চেষ্টা করবে।

"তিনটি উপদেশ যদি মেনে চলো, তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের জীবন হবে ফুলের মতো সুন্দর:
১. মা-বাবাকে খুশি কর, তাদের মনে কখনও কষ্ট দিও না। ২. কখনও মিথ্যা কথা বলো না এবং অভদ্র কোন আচরণ করো না। ৩. সময় নষ্ট করো না এবং লেখাপড়ায় অবহেলা করো না।"

- আদীব হুযুর মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

সাপ্তাহিক কুরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ

মাস	তারিখ		পারার পরিমাণ			নেগরানের স্বাক্ষর	মাস	তারিখ		পারার পরিমাণ			নেগরানের স্বাক্ষর
	থেকে	পর্যন্ত	থেকে	পর্যন্ত	মোট			থেকে	পর্যন্ত	থেকে	পর্যন্ত	মোট	
শাওয়াল							রবিউল আউয়াল						
যিলকদ							রবিউল আখীর						
যিলহজ্ব							জুমাদাল উলা						
মুহাররম							জুমাদাল আখীরা						
সফর							রজব						

দরসে উপস্থিতির তথ্য বিবরণী

বিষয়	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব
মোট দরস	.....দিন.....ঘণ্টা	.....দিন.....ঘণ্টা	.....দিন.....ঘণ্টা
উপস্থিতি	.....দিন.....ঘণ্টা	.....দিন.....ঘণ্টা	.....দিন.....ঘণ্টা
অনুপস্থিতি	.....দিন.....ঘণ্টা	.....দিন.....ঘণ্টা	.....দিন.....ঘণ্টা
অনুপস্থিতির ধরণ	অসুস্থতা ☐ পারিবারিক কারণ ☐ অন্যান্য ☐	অসুস্থতা ☐ পারিবারিক কারণ ☐ অন্যান্য ☐	অসুস্থতা ☐ পারিবারিক কারণ ☐ অন্যান্য ☐
নেগরান উসতাযের স্বাক্ষর			

শিক্ষাবর্ষের সার্বিক রিপোর্ট

	বিষয়	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব
১	পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ			
২	আমল ও নামাযের পাবন্দী			
৩	আখলাক, চালচলন, বেশভূষা			
৪	মাদরাসার নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ			
৫	নেযামুল আওকাতের পাবন্দী			
৬	ছুটির পর মাদরাসায় যথাসময়ে উপস্থিতি			
৭	ছুটি ছাড়া অনুপস্থিতির পরিমাণ			
৮	বক্তৃতার আসরে অংশগ্রহণ			
৯	প্রবন্ধ রচনা/দেয়ালিকায় অংশগ্রহণ			
১০	তাবলীগী আমলে অংশগ্রহণ			
নেগরান উসতাযের মন্তব্য ও স্বাক্ষর				

পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	১ম সাময়িক পরীক্ষা			২য় সাময়িক পরীক্ষা			৩য় সাময়িক পরীক্ষা		
		পূর্ণমান	প্রাপ্ত নম্বর	সর্বোচ্চ নম্বর	পূর্ণমান	প্রাপ্ত নম্বর	সর্বোচ্চ নম্বর	পূর্ণমান	প্রাপ্ত নম্বর	সর্বোচ্চ নম্বর
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										
৯										
১০										
১১										
১২										
মোট নম্বর										
গড় নম্বর										
মান/বিভাগ										
মেধাক্রম										
নেগরান উসতাযের মন্তব্য ও স্বাক্ষর										
অভিভাবকের স্বাক্ষর										

বি. দ্র.: পূর্ণ নম্বর-১০০, মুমতায-৮০, জায়্যিদ জিদ্দান-৬৫, জায়্যিদ-৫০, মাকবুল-৩৩, রাসিব/ফেল ৩২

লিখিত দরখাস্ত ছাড়া সাময়িক ছুটি

ক্র. নং	থেকে তারিখ ও সময়	পর্যন্ত তারিখ ও সময়	গন্তব্য/কারণ	স্বাক্ষর তারিখ	মন্তব্য
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					
১৫					
১৬					
১৭					
১৮					
১৯					
২০					
২১					
২২					
২৩					
২৪					
২৫					
২৬					
২৭					
২৮					
২৯					
৩০					

নোটঃ মুতা. ৩য় বর্ষ (হেদায়াতুন্নাহু) থেকে উপরের জামাতের ছাত্রদের জন্য আরবীতে দরখাস্ত লেখা কাম্য।

দরখাস্ত নং: ১

বরাবর

মাননীয় মুহতামিম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ
জামিয়া উসমানিয়া দারুল উলুম সাতাইশ,
টঙ্গী, গাজীপুর।

إلى سعادة المدير المحترم حفظه الله
للجامعة العثمانية دار العلوم ستائس، تنغي، غازي بور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিষয়:

الموضوع:

তারিখ.....বার.....সময়.....থেকে
তারিখ.....বার.....সময়.....পর্যন্ত
অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা: হ্যাঁ ☐ না ☐
নেগরান উসতাযের মন্তব্য ও স্বাক্ষর.....
.....

তালীমাতের স্বাক্ষর

ইহতেমামের অনুমোদন

দরখাস্ত নং: ২

বরাবর

মাননীয় মুহতামিম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ
জামিয়া উসমানিয়া দারুল উলুম সাতাইশ,
টঙ্গী, গাজীপুর।

إلى سعادة المدير المحترم حفظه الله
للجامعة العثمانية دار العلوم ستائس، تنغي، غازي بور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিষয়:

الموضوع:

তারিখ.....বার.....সময়.....থেকে
তারিখ.....বার.....সময়.....পর্যন্ত
অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা: হ্যাঁ ☐ না ☐
নেগরান উসতাযের মন্তব্য ও স্বাক্ষর.....
.....

তালীমাতের স্বাক্ষর

ইহতেমামের অনুমোদন

দরখাস্ত নং: ৩

বরাবর

মাননীয় মুহতামিম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ
জামিয়া উসমানিয়া দারুল উলুম সাতাইশ,
টঙ্গী, গাজীপুর।

إلى سعادة المدير المحترم حفظه الله
للجامعة العثمانية دار العلوم ستائس، تنغي، غازي بور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিষয়:

الموضوع:

তারিখ.....বার.....সময়.....থেকে
তারিখ.....বার.....সময়.....পর্যন্ত
অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা: হ্যাঁ ☐ না ☐
নেগরান উসতাযের মন্তব্য ও স্বাক্ষর.....
.....

তালীমাতের স্বাক্ষর

ইহতেমামের অনুমোদন

দরখাস্ত নং: ৪

বরাবর

মাননীয় মুহতামিম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ
জামিয়া উসমানিয়া দারুল উলুম সাতাইশ,
টঙ্গী, গাজীপুর।

إلى سعادة المدير المحترم حفظه الله
للجامعة العثمانية دار العلوم ستائس، تنغي، غازي بور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিষয়:

الموضوع:

তারিখ.....বার.....সময়.....থেকে
তারিখ.....বার.....সময়.....পর্যন্ত
অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা: হ্যাঁ ☐ না ☐
নেগরান উসতাযের মন্তব্য ও স্বাক্ষর.....
.....

তালীমাতের স্বাক্ষর

ইহতেমামের অনুমোদন

দরখাস্ত নং: ৫

বরাবর

মাননীয় মুহতামিম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ
জামিয়া উসমানিয়া দারুল উলুম সাতাইশ,
টঙ্গী, গাজীপুর।

إلى سعادة المدير المحترم حفظه الله
للجامعة العثمانية دار العلوم ستائس، تنغي، غازي بور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিষয়:

الموضوع:

তারিখ.....বার.....সময়.....থেকে
তারিখ.....বার.....সময়.....পর্যন্ত
অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা: হ্যাঁ ☐ না ☐
নেগরান উসতাযের মন্তব্য ও স্বাক্ষর.....
.....

তালীমাতের স্বাক্ষর

ইহতেমামের অনুমোদন

مُذَكِّرَات

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরত থানবী রহ. এর অমূল্য নসীহত:
“যদি তোমরা ৩টি বিষয় নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারি এবং দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, তোমাদের ইলমী যোগ্যতা অর্জন হয়েই যাবে-
এক: যে সবক তুমি পাঠ করবে তা অবশ্যই প্রথমে নিজে মোতালায়া বা অধ্যয়ন করে নিবে। আর এ মোতালায়া কোন কঠিন কাজ নয়। কেননা, এর উদ্দেশ্য শুধু জানা অজানার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা। এতটুকু হয়ে গেলেই চলবে।
দুই: দরসে উসতাযের কাছে সবকটি ভালোভাবে বুঝে নিবে। না বুঝে সামনে অগ্রসর হবে না। দরসে উসতাযের কথা বুঝে না আসলে অন্য কোন সময় তাঁর কাছ থেকে বুঝে নিবে।
তিন: দরস শেষে পঠিত সবক তাকরার বা পুনরালোচনা করে নিবে।
এই ৩টি কাজ করার পর নিশ্চিন্ত থাকবে, স্মরণ থাকুক বা না থাকুক ইনশাআল্লাহ ইলমী যোগ্যতা অর্জন হয়েই যাবে। উক্ত ৩টি কাজ ওয়াজিব স্তরের। আরও ১টি কাজ আছে মুস্তাহাব স্তরের। সেটি হলো, অল্প অল্প হলেও পিছনের পঠিত সবক পুনরায় পড়া”।

“ভুল করেছো! ভুল স্বীকার করে নাও। অন্যায় করেছো! অনুতপ্ত হও। তাহলেই তুমি ভালো মানুষ।” “তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো সকলের কাম্য হয়ে থেকো। শত্রুও যেনো তোমাকে কামনা করে।” “আল্লাহ যাকে বিশেষ কোন মর্যাদা দান করেন, সে ব্যক্তির উচিত সেটা রক্ষা করা।”- মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ (আদীব হুযুর)

“মেধার বিকল্প মেহনত, কিন্তু মেহনতের কোন বিকল্প নেই” “জীবন হোক কর্মময়, কর্ম হোক কল্যাণময়”
“আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের জন্য এ সামান্য দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে দাও” “অবসর মাথা, শয়তানের বাসা”

“ইবাদতের কষ্ট শেষ হয়ে যাবে, রয়ে যাবে সওয়াব। পাপের স্বাদ ফুরিয়ে যাবে, রয়ে যাবে আযাব” -ইবনুল জাওযী রহ.
“বাজি! হিম্মতের নাম ইসমে আযম। দুনিয়াতে তুমি ঘুমের জন্য আসোনি, তোমার ঘুম তো মৃত্যুর পর কবরের মাঝে হবে”-আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী রহ.

তিন মনীষীর দৃষ্টিতে ‘দেওবন্দিয়াত এর পরিচয়’:
হাকীমুল ইসলাম ক্বারী তায়্যিব রহ. এর ভাষায়, উলামায়ে দেওবন্দের ৩টি বৈশিষ্ট্য :
১. দিলে দরদমন্দ ২. ফিকরে আর্জুমন্দ ৩. যবানে হুঁশমন্দ।

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর ভাষায়, দেওবন্দিয়াত ৪ জিনিসের সমষ্টি:
"دیوبندیت چار چیزوں کا مجموعہ ہے :١. توحید کامل اور دینی غیرت و حمیت ٢. اتباع سنت
٣. تزکیہ واحسان ، ذکر اور تعلق مع اللہ کی فکر ٤. اعلائے کلمۃ اللہ کا جذبہ اور کوشش."

মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ. এর ভাষায়:
"مسلک دار العلوم دیوبند یا مسلک دیوبندیت کوئی الگ چیز نہیں ہے، مسلک اہل سنت و جماعت ہی مسلک دیوبندیت ہے، اس سے ہم ایک انچ بھی ہٹنا نہیں چاہتے ہیں."

"دیوبندیت تین چیزوں کا مجموعہ ہے : ١. إحياء السنة ٢. إمحاء البدعة ٣. التلقي عن السلف الصالحين "

"فکر دار العلوم دیوبند: ١. صحیح دین حاصل کرنا ٢. شوائب سے دین کو پاک کرنا ٣. صحیح دین پر خود عمل کرنا ٤. دوسروں کو صحیح دین پر لانا."

"لَأَنْ أكونَ ذَنَباً في الحق أحبُّ إليَّ مِن أكونَ رأسًا في الباطل"
"يَحملُ هذا العلمَ من كلّ خلف عدولُه ينفونَ عنه تحريفَ الغالين وانتحالَ المبطلين وتأويلَ الجاهلين".

“তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করো। পাপ কাজে ও জুলুমে একে অপরের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।” -সূরা মায়েদা: ২ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না" -সূরা যুমার: ৫৩

" اللّٰهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء"

JAMIR PRINTERS Tongi 01707513016